সংবাদ

তারিখ 11 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল উদ্ধার দাবি

পুলিশ-শিক্ষার্থী ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া : অবরুদ্ধ প্রক্টর

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া ১২টি হল উদ্ধারের দাবিতে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী ক্লাস বর্জন করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। গতকাল রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে এ বিক্ষোভ মিছিল করে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এক ফটো সাংবাদিকসহ দু'জন আহত হয়। ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে আধাঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ ও দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া ১২টি হল উদ্ধার করে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার দাবিসহ ইনভেস্টি কাজের জন্য পরামর্শক ফার্মের নিয়োগ বাতিল, ক্যাম্পাস চত্বর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সদরঘাট শাখা স্থানান্তরের দাবি জানায়। তারা দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি চালু, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন চালু, পরিবহন সঙ্কট নিরসন, মূল গেটের সামনে ওভার ব্রিজ নির্মাণসহ নতুন করে ৬ দফা দাবি জানিয়েছে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা ও ক্লাস বর্জনের

অবরুদ্ধ : পৃঃ ২ কঃ ৬

প্রক্টর : অবরুদ্ধ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

গতকাল সকাল ১০টার সময় আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা ৬ দফা দাবি সংবলিত বিভিন্ন পোস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে দেয়ালে লাগিয়ে দেয়। বেলা ১১টার দিকে বিভিন্ন বিভাগের প্রায় দুই হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের নির্ধারিত ক্লাস বর্জন করে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হয়। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে ক্যাম্পাসে কয়েক দফা মিছিল বের করে। এ সময় মিছিলকারী ছাত্রছাত্রীরা নানা ধরনের স্লোগান দেয়। বেলা পৌনে ১২টার দিকে মিছিলটি ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান হ্যান্ড মাইক দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে নিষেধ করেন। এ সময় তিনি মাইকে বলেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। তারপরও শিক্ষার্থীদের কিছু বলার থাকলে ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দলকে ভিসির সঙ্গে দেখা করার আহ্বান জানান তিনি। এতে তিনি ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের তাপের মুখে পড়েন। শিক্ষার্থীরা তাকে প্রায় আধাঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে এবং তার হাতে থাকা হ্যান্ড মাইক কেড়ে নিয়ে যায়। পরে

শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নানা ধরনের স্লোগান দিলে তিনি অফিসে চলে যান। এ সময় ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা ভিসি অফিসের সামনে ফুলের টবসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাঙচুর করে।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ছাত্রছাত্রীরা তৃতীয় দফায় ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় মূল গেটের সামনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়াধাস্তির ঘটনা ঘটে। পুলিশ শিক্ষার্থীদের ধাওয়া দিলে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের ভেতর থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। ইটের আঘাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত বিভাগ ১ম সেমিস্টারের ছাত্রী লিজা আক্তার এবং নিউ এজ পত্রিকার ফটো সাংবাদিক ইন্দ্রজিত আহত হন এবং তার ক্যামেরা ভেঙে যায়। আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা দুপুর ২টা পর্যন্ত তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কলাভবন, বিজ্ঞান ভবন এবং ভিসি অফিসের সামনে একযোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এরপর তারা শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হয়ে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানায়, তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা কোন পরীক্ষা ও ক্লাসে যাবে না। পাশাপাশি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিদিন তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে আন্দোলনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বক্তব্য

ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান ছাত্রছাত্রীদের এ আন্দোলনকে অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি গতকাল সাংবাদিকদের বলেন, কিছু পথভ্রষ্ট ছাত্রনেতা ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে সাধারণ ছাত্রদের উস্কে দিয়ে এ আন্দোলন করাচ্ছে। তিনি বলেন, বিগত ১৫/২০ বছরে তো হল উদ্ধারের জন্য কোন কথা শুনিনি। এখন আমরা হল উদ্ধারের জন্য কাজ করে যাচ্ছি; তারপরও কেন আন্দোলন? তিনি ছাত্রছাত্রীদের ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানান।